মূর্ছনা

==========

www.MurchOna.com

Archives of eBooks, Music & Videos

বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত

==========

suman_ahm@yahoo.com

ক্রমবিবর্তিত বোধ অথবা সত্যতা

নাসরীন জাহান

শব্দ। অথবা ফেনিয়ে উঠতে থাকা জলের হিমহিমানি, অথবা রাত্রি কিংবা রাত্রির প্রতিশব্দ তামসী অথবা দুটি অন্ধকারে বসে থাকা ছেলেমেয়ে। কুয়াশাময় চাঁদ, রাত্রি যাদের মধ্যে নৈকট্য আনতে পারত -- মেয়েটি তো বিশ্বাসই করে এমন যে, দুজন নরনারী কস্মিনকালেও দুজনকে দেখেনি রাজ্যির অথবা সারা জীবনের অচেনা, একটি নি:সঙ্গ রাত্রি তাদেরকে মোহ ছাড়া, প্রেম ছাড়া ও এমন একাত্ম করে তুলতে পারে যে সম্পর্ক শারীরিক সঙ্গম ছাপিয়ে ও মনের অতল গহনে পৌঁছে দিতে পারে। পরদিনের প্রভাত রোদ্দুরেই হয়তো আবার দুজন অচেনা হয়ে সারা জীবনের জন্য দু'পথে হাঁটা দিল। সেই তারাই, দম্পতি -- সবে বিয়ে হয়েছে, একটি বৃক্ষের নীচে কঠিন শীতল হয়ে দুজন দুভাঁজে পড়ে আছে -- একত্রিত হয়ে।

উঠি -- ছেলেটি অস্ফুট স্বরে বলে, শীত লাগছে।

মেয়েটি নিজের গায়ের শাল ওর জ্যাকেটের ওপর চড়িয়ে দিতে চাইলে ছেলেটি আপত্তি করে, আহা ! শীত কি আমার একার লাগছে ?

মেয়েটি বলে -- আমার লাগছে না।

সে, তুমি ভেতরে উত্তপ্ত হয়ে আছো বলেই -- বলে ছেলেটি শালটি ফেরত দিয়ে মেয়েটির হাত মুঠোয় নিয়ে বলে, সারা রাত এখানেই থাকবে ?

থাকব !

উড্ডীন শিশিরেরা গাছের পাতা চুঁইয়ে চুল ভিজিয়ে দেয়... রাতের কামড়ে ছটফট অথবা পিঁপড়ের কামড়ে -- ছেলেটি শব্দ খুঁজে পায় না। ফস শব্দে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় কিছু, মেয়েটি নিজেকে বিস্মৃত হয়ে উচ্চারণ করে -- শুক পাখি ?

কলাবতী রাজকন্যা, এখন তুমি কার ? এই ভাবনার পর পরই সামনের প্রোজ্জ্বল নদীর ফের ঢেউ। পা ভেজানোর জন্য মেয়েটি নামতে চাইলে ছেলেটি ওর হাত ধরে বলে, তুতুন...। ছেলেটির নিজের দেওয়া আল্লাদি নাম।... আমি চাই না, এক্ষুণি চাই না,

তুমি বুঝতে পারছ না কেন, সবে আমাদের বিয়ের দু'মাস হয়েছে...।

মেয়েটি ঢালু বেয়ে নামতে থাকে...

তুতুন...তুতুন... তুমি পড়ে যাবে, এখন সাংঘাতিক রিস্কি সময়... রক্তপাত ঘটে যাবে।

চন্দ্রালোকে স্পষ্ট দেখা যায় মেয়েটির তীব্র চাহনি -- তুমি তো তা-ই চাইছ।

এবার ছেলেটি নামতে থাকে... খপ্ করে মেয়েটির হাত চেপে মাটিতে বসে বলে -- এইভাবে চাই না, তোমার জীবন বিপন্ন করে না!

আঁধার অথবা চন্দ্রালোক ফোঁপায়।

অথবা মেয়েটি!

তুতুন, সামনে আমাদের অনেক দীর্ঘ জীবন। যৌবনের কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকে, স্বপ্ন থাকে, দুজন নরনারীর প্রাপ্তির মোহ থাকে। আমার মাকে দেখেছি ... বিয়ের দিন থেকেই গন্ডায় গন্ডায় বাচ্চা বিইয়ে সারা জীবন সে শুধু মা-ই হয়ে থেকেছে। কখনো প্রেমিকা হতে পারেননি। বধূ হতে পারেনি।

মেয়েটি গুনগুন স্বরে বলে, 'আয় রে পাখি টিয়ে
খোকা আমাদের ধান খেয়েছে
নজর বাঁধা দিয়ে।'

আচ্ছা? আজ রাত্তিরে এত আলো কেন? মেয়েটি প্রশ্ন করে, আঁধার কোথায় গেল। দেখছ সামনের নদীজল, গাছপালা কেমন দাউ দাউ দেখা যাচ্ছে? যেন সমুদ্র অথবা মহাআলোঢেউ... অথবা -- ছেলেটি নিবিড় হতে চায়। মেয়েটির ঠান্ডা গালে উষ্ণ ঠোঁট ছুঁইয়ে বলে, কত মেয়েই তো গর্ভপাত করেছে। এটা একটা মামুলি ব্যাপার! এরপর

যৌবন... ছোট... ছোট... বিয়ের একবছরের মাথায়, যখন তোমার স্তন স্পর্শ করে আমার আবিষ্কারের স্বপ্ন, আ-মি কি স্পর্শ করছি হিমালয় চূড়ো ? তখন বিচ্ছুরিত দুধের কণা যদি আমার মুখ ভিজিয়ে দেয় ? তুতুন... এই আমিই তো তোমার সঙ্গে সারা জীবন থাকব, আর না হয় কটা বছর পর...।

তা-ই বলে যে আমার গর্ভে এসেছে, বাবা হয়ে তাকে তুমি হত্যা করবে ? এইবার মেয়েটির কন্ঠ গোঙানির মতো শোনায়। কী বলছ তুতুন, এ-তো সবে ভ্রূণ... এখন পর্যন্ত বীজ হয়েও যে ওঠেনি --। তুমিও তো একদিন ভ্রূণ ছিলে... মেয়েটি বলে -- তোমার বাবা সেটাকে প্রাণ মনে না করে তোমার মায়ের গর্ভ থেকে সেটাকে যদি উপড়ে ফেলত এই পৃথিবীতে তুমি কে ?

উৎক্ষিপ্ত কুয়াশামন্ডলী কী কারণে জানি আঁচল গুটিয়ে নিচ্ছে। চাঁদ কি ক্রমশ সূর্যে রূপান্তরিত হচ্ছে ? চাঁদের মধ্যে কি রঙের পাশাপাশি তাপ জমতে শুরু করেছে ? শীতটা তাহলে কম লাগছে কেন ? এই ভাবনা থেকে সরে গিয়ে ছেলেটি ফের মেয়েটির কথায় বিন্যস্ত হয়, তুতুন, এ তোমার যুক্তি ! মানছি, জোরালো। পৃথিবীতে এ রকম অনেক ভ্রূণ আছে, যে আকৃতি হয়নি। যে পৃথিবীতে আসেনি, সে পৃথিবীর কেউ না। যে আছে, সে-ই সত্য। তোমার মায়ের গর্ভের চার মাসের শিশুটির মৃত্যুর কথা স্মরণ করে তোমার মা-কি কাঁদে ? তার মৃত্যুর চাইতে প্রধান এখন তোমার যেকোনো হোঁচটের আঘাত পর্যন্ত। আমাদের জীবন একটাই। যার প্রধান আলোকিত দিক হচ্ছে যৌবনকাল। পুরো জীবনে এর স্থায়িত্ব বড়ই ক্ষীণ। শৈশব আর বার্ধক্যই হচ্ছে দীর্ঘ। এই সময়টায় আমাদের মাঝখানে এমন কেউ আসুক, আমি চাই না, যে আমাদের মধ্যের মোহকে হত্যা করে স্নেহের সেতুবন্ধন তৈরি করুক। জীবনের প্রতিটি পর্যায়ের আলাদা স্বাদ ভোগ করার অধিকার সবার আছে। নিশ্চয়ই আমরা বাবা-মা হব, কিন্তু সেটা তখনই হোক যখন আমরা অনুভব করব প্রেমে, রোমাঞ্চে আমরা খানিকটা ক্লান্তবোধ করছি। সে তখন সেই ক্লান্তির মধ্যে সশব্দে এসে উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়াবে। তাকে অনাহূত না করে, আমাদের মধ্যে আকাঙ্খী করে তোলার সময়টাকে আসতে দাও...। ও তোমার প্রেমের ভ্রূণ ! আমারও ! মেয়েটি তানপুরার মতো খাড়া হয়ে ওঠে, তুমি কী করে ভাবছ, একে হত্যার পর আমি সারা জীবন তোমার মধ্যে ঘাতকের মুখ দেখব না ? মানছি, আমাদের অসতর্কতার কারণে সে

এসেছে। কিন্তু আমার ভেতর থেকে ভ্রূণ খসে পড়লে কেবল যৌবনকালের আনন্দেই আমারা রোমাঞ্চিত হব, বিভোর থাকব, তা কী করে ভাবছ ? আরে ! যৌবন তো ক্ষুধার্ত ভিখিরির ওপর দিয়েও যায়, প্রেম বিষয়টা সারা জীবনের... মেয়েটি উঠে এসে নিজের ওষ্ঠ দিয়ে ছেলেটির ঠোঁট ভিজিয়ে দেয়, একে তুমি শুধু যৌবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করো না...। তার চাইতে এই যে আমার তলপেট খুলে দিলাম, লক্ষ্মী সোনা, হাত রেখে দেখো...।

ছেলেটি সশব্দে বলে -- না !

***

চন্দ্রালোকিত নদীর স্রোত সাঁতরে ওকি ভেসে আসছে গো ? মরা গরু ? নাহ ! দিব্যি মাথা। একবার ডুবছে, একবার ভাসছে। কী... ই... ই... ? দৃশ্য স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশ, ক্রমশ জটাচুল নদীর জোয়ারে জোয়ারে, এমন বিস্তারিত... যেন দশ শূকরে দশ চামড়া ধরে টানছে। চুলের টান কামড়ে রেখেছে স্রোত শূকর। ফলে সে এগোতে পারছে না।

‘পার করো পার করো নাইয়া কানাই
কানাই মোরে পার করো রে’

কোথায় নৌকা ? কোথায় মাঝি ? আজব জলের তেলেসমতি। কোনো নারী অথবা সাক্ষাৎ কালীমূর্তি রূপময়। অথবা আফ্রিকার জঙ্গল থেকে কোনো দৈত্য ওকে ছুড়ে এই নদীতে ফেলে দিয়েছে। দুই হাত দিয়ে গিরিঙ্গিবাজ স্রোতের ফোকর ভেদ করে নারীর সে কী প্রাণান্তকর চেষ্টা ঘাটে ভেড়ার। কালো কালো স্রোত। ওর মধ্যে কালো চুল এবং মুখ। স্পষ্ট চন্দ্রে প্রতিভাত -- বিকৃত। অথবা মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করার অপার বেদনা। প্রখর শিল্পবাজের মুখে যদি বিষ ঢেলে দেয় কেউ -- অবিকৃত সুন্দর

ফেনা বেরোবে ?

চরম যুদ্ধবাজ স্রোতের সঙ্গে লড়তে লড়তে নারীটি যখন প্রায় ঘাট কাছাকাছি -- পেছনে তাকায়। পেছনে আবার ওটা কী ? ইয়া মোটকা মহিলার দেহের আড়ালে ঢাকা ছিল সুতোর মতো ফিনফিনে এক পুরুষ। যে জলের মধ্যে নিরন্তন নারীটিকে অনুসরণরত।

এ রকম চরম মুহূর্তে রাত খানখান করে সেই পুরুষ অথবা এই প্রকৃতি চিৎকার করে ওঠে --
'এক ঢেউ তল পাড়ে আর ঢেউ তোলে।
নাকে মুখে জল খেয়ে পেট ওঠে ফুলে
জল খেয়ে চন্দ্রধর ফাঁপর হইয়া।
মরা মৎস্য প্রায় চাঁদ উঠিল ভাসিয়া।

মৃত্যু যন্ত্রণার কামড় ঠোঁটে বসিয়ে নারীটি ঘাটে এসে পুরুষটির জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তুমি যাও...যাও...ওঠো... কিনারে ওঠো...। পুরুষটির বাতাসভাঙা কন্ঠ থেকে সম্ভবত এমন কিছু শব্দ বেরোয়। অথবা সে হিংস্র স্রোতের বেগ সামলাতে যা বিন্যস্ত করে বলতে চায় -- বলতে পারছে না। এ-কি ! কন্টকিত জলের ঘাট কিনারে চন্দ্রালোকে এ -- কী স্পষ্ট হচ্ছে ! নারীটি বিকৃত যন্ত্রণার মুখ নিয়ে কালীমূর্তির মতোই স্থির -- তার চারপাশের জলস্রোত রক্তে ভেসে যাচ্ছে। সোনালি অথবা সবুজ অথবা ঘোলা জল -- রক্ত। নারীটির কোন অপার গহীন তল থেকে বেরিয়ে আসছে এই রক্ত ! মদখোর রাত্তিরের মধ্যে উল্টিপাল্টি লেগে যায়। থেমে যায় বাতাসের বেগ ! সন্নিহিত স্রোত ঠেলে পুরুষটি যখন প্রায় কাছাকাছি নারীটির, তখন ভুস করে ভেসে করে ওঠে দুটি যমজ শিশু। শিশু তো নয়, যেন সাত মাসের ভ্রূণের চোখে কোনো ছোট খুকি গুটি গুটি চোখ -- নাক -- ঠোঁট বসিয়ে দিয়েছে। নারীটির হাতে ইয়া বড় এক পদ্মপাতা। ওর মধ্যে দুটি শিশুকে সে শুইয়ে স্রোতের জলে ভাসতে দেয়। প্রখর চাঁদ এইবার দুই শিশুর মুখ বরাবর। সূক্ষ্ম চোখে নারীটি গভীর নিরীক্ষণে দুই আত্মজাকে চেতনার মধ্যে এনে এনে টের পায়, যদিও দুটির চোখই ঘুমন্ত -- একটি

মৃত।

পুরুষটি পাশে এসে দাঁড়ালে সে যে শিশুটি ঘুমের মধ্যে নি:শ্বাস ছাড়ছে, ওটিকে পুরুষটির কাছে রেখে মৃতটাকে নিয়ে মাটির ওপর উঠে আসে। ঢালু বেয়ে উঠতে উঠতে বিকটাকার নারীটি টের পায় -- তলায় রক্ত গড়াচ্ছে। বসনহীন বক্ষ। ক্ষীণ একফাঁলি চাদর কেবল যোনি ঢেকে রেখেছে। সে হাতের তালুতে মৃত শিশুটিকে রেখে স্তনের বোঁটার কাছে নিয়ে যায়, খা ময়না খা, এর একটা তুর !

সে আঙুলের জোর দিয়েও যখন শিশুটির ভাঁজ ঠোঁট আলগা করতে পারে না, তখন তার চোখ জোড়াই প্রস্ফুটিত স্তনে চেপে অনেক বৃক্ষের নীচ ধরে হাঁটতে হাঁটতে দেখে -- দুজন আধুনিক ছেলেমেয়ে সাজসজ্জাময় বসে আছে এক অশ্বত্থ গাছতলায়। পৃথিবীতে তার চারপাশে কেউ নেই -- এমন তাচ্ছিল্য চাউনি ছেলেমেয়েটির দিকে ছুড়ে দিয়ে কোত্থেকে যে নারীটি একটি কোদাল জোগাড় করে আল্লাহ জানে ! কোপাতে কোপাতে... ক্লান্তি নেই।

শিশুটিকে শেষ মাটির মমতার উত্তাপ দিয়ে ঢেকে সে একদম কিশোরীর উচ্ছ্বাসে দেখে, সারি সারি বৃক্ষপাতা অপার সবুজে সেই ক্ষীণকায়া বাচ্চাটির শিশু কবর এমনভাবে ঢেকে দিয়েছে -- দেখে সহসা মনে হবে পুত্রস্তবক।

হঠাৎ হুঁশ হয় !

ছুটতে ছুটতে নারী ঠাহর করতে পারে না, রক্তাপ্লুত তার শেষ বস্ত্রটিও খুলে পড়ছে প্রায়। সে ফের মৃত চোখে অবলোকন করে ঠাঁয় বসে থাকা দুটি ছেলেমেয়ের স্তব্ধ চোখ -- যা তার ওপর নিবদ্ধ।

ঢালু বেয়ে নামতে গিয়ে অনুভব করে ফাটা পা -- পাতার খাঁজে খাঁজে ঘাসমাটি ঢুকছে। চেতনারহিত মহিলা কোমরপ্রায় জলের ওপর দাঁড়ানো কুঁকড়ে যেতে থাকা পুরুষটির চোখের পানি দুই হাতে মুছে পদ্মপাতায় গুটি গুটি চোখবন্ধ শিশুটির

নি:শ্বাস টানা দেখে।

দুজন হঠাৎ ঠিক ভেবে উঠতে পারে না, এখন তাদের কী করা উচিত।

পুরুষটি খুব অভিভূত হয়ে দেখে -- জোৎস্না ছাপিয়ে ঠিক তার হাতের কাছের জলের ওপর টকটকে এক চন্দ্রখন্ড ভাসছে। দ্বিধাহীনভাবে সেই পুরুষ সেই খন্ড জল হাতে নিয়ে শিশুটির ঠোঁটের ওপর ঢালতে থাকে। এই রকম চুমুক চুমুক ঢালার পর শিশুটির ক্ষীণ পাপড়ি নড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে চোখের পাপড়ি খুলে যায়। শিশুটির মটরদানা চোখ মেলে অপার্থিব রাত্রি -- ছায়া দেখে ক্রন্দন করে ওঠে। তার সেই ক্রন্দনে আচমকা এমন জোর আনন্দে হেসে ওঠে পুরুষটি, নারীটি চমকে উঠে আলতো রক্তে ভাসতে থাকে জল... জল... রাত্রি অথবা অন্য কিছু।

***

রাত্রি ফোঁপাতে ফোঁপাতে উঠে দাঁড়ালে কম্পিত, জ্বরতপ্ত ছেলেটি মেয়েটিকে ঢালু অথবা ঘাসের মধ্যে শুইয়ে দেয়। এরপর মেয়েটির অবাক চোখের সামনে ওর পেটিকোটের গোড়া খুলে তলপেটে কান পেতে ছেলেটি ফিসফিস উচ্ছ্বাসে বলে তুতুন... তুতুন -- জানো, আমিও ওর কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি!

||মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত||ই-বুক||

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com